ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
****

স - ২৩০৩(আগরতলা-৪।১০)
ধর্মনগর, ৪ অক্টোবর' ১২

রসায়নে নতুন ফমূর্লা আবিস্কার
ড: অরিজিৎ দাসকে সংবর্দ্ধনা

ধর্মনগর সরকারী মহাবিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড: অরিজিৎ দাসের সম্প্রতি রসায়ন বিষয়ে নতুন দুটি ফমূর্লা আবিস্কারের জন্য সম্প্রতি ধর্মনগর সরকারী মহাবিদ্যালয়ে তাকে সংবর্দ্ধনা জানানো হয়। উচ্চ শিক্ষা মন্ত্রী অনিল সরকার এই সংবর্দ্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন । অনুষ্ঠানে মন্ত্রী শ্রী সরকার অধ্যাপক ড: দাসকে তার সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানান। আলোচনা কালে তিনি রাজ্যের শিক্ষার সম্প্রসারণে রাজ্য সরকারের ভূমিকার কথা তুলে ধরে এর সুযোগ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যথাযথ ভাবে পৌছে দিতে শিক্ষক সমাজকে অগ্রণী ভূমিকা নিতে বলেন। স্বাগত ভাষনে কলেজের অধ্যক্ষ ড: শম্ভুনাথ রক্ষিত ড: অরিজিৎ দাসের আবিস্কারের বিষয়ে আলোচনা করেন। মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক অধ্যাপিকা সহ সকল অংশের কর্মচারীগণ এই সংবর্দ্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য অধ্যাপক ড: অরিজিৎ দাস রসায়ন বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণে অতি অল্প সময়ে এবং সহজে কি ভাবে শিক্ষা সম্পন্ন করতে পারেন সেই বিষয়ে দুইটি নতুন ফমূর্লা আবিস্কার করেছেন। কলকাতা, যাদবপুর, বর্ধমান, এবং ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় এবং আই আই টি খড়গপুর ও কানপুর থেকে ড: দাসকে তাঁর এই আবিস্কারের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

*****

স - ২৩০৪(আগরতলা-৪।১০)
আগরতলা ৪ অক্টোবর' ১২

গোলাঘাটির কৃষক বিদ্রোহের পটভূমিকায়
গড়ে উঠবে গ্রামীণ পর্যটন কেন্দ্র

বিশালগড়ের গোলাঘাটিতে ঐতিহাসিক কৃষক বিদ্রোহে ১৩ জন শহীদের আত্মবলীদানের স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য ঐ এলাকায় গড়ে তোলা হবে একটি গ্রামীণ পর্যটন কেন্দ্র। গোলাঘাটির দয়ারাম পাড়া ভিলেজের ভক্তঠাকুর পাড়ায় আদর্শ গ্রামীণ পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য একটি প্রকল্প তৈরী করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই প্রকল্প রূপায়নের কাজ শুরু করা হবে।

১৯৪৮ সালের ৯ অক্টোবর গোলাঘাটি এলাকার কৃষকরা সমবেত হয়েছিলেন ভক্তঠাকুর পাড়ায় বুড়িমা নদীর তীরে। এলাকার মহাজন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কৃষকদের ধান দেওয়ার। পরবর্তী সময়ে পুলিশ কৃষকদের জমায়েতে গুলি চালায়। মৃত্যু হয় ১৩ জন কৃষকের। প্রতি বছর নয় অক্টোবর এলাকাবাসী ভক্তঠাকুর পাড়ায় সমবেত হয়ে ১৩ জন শহীদের আত্মবলীদানকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন।

এই এলাকায় পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তুলতে ইতিমধ্যেই এলাকাবাসী জমি দিয়েছেন। প্রকল্প অনুযায়ী সেখানে গড়ে তোলা হবে শহীদ স্মৃতি সৌধ, ইকো পার্ক, আধুনিক মিলনায়তন, সংগ্রহশালা, গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্র, তথ্য কেন্দ্র, ফুড কোর্ট, শপিং কমপ্লেক্স , মুক্ত সাংস্কৃতিক মঞ্চ । এই এলাকার সড়ক যোগাযোগের আরো উন্নয়ন করা হবে। বিজয় নদের উপর তৈরী করা হবে দুটি স্টীল ব্রীজ, তিনটিয় ভিউ পয়েন্ট। পর্যটকদের জন্য গড়ে তোলা হবে অতিথিশালা এবং তিনটি কটেজ। পুরো প্রকল্পটি রূপায়ন করা হবে বিভিন্ন দপ্তরের সমন্বয়ে।

*****